নিবেদন

ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আমার আকর্ষণ বোধ স্নাতক শ্রেণিতে পড়বার সময় থেকেই ছিল। রায়গঞ্জ কলেজের খ্যাতনামা ভাষাবিদ্ ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর ভাষাবিজ্ঞানের ক্লাশগুলোই মূলতঃ আমার ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের অন্যতম কারণ। এরপর স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়তে আসা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের ভাষাবিজ্ঞানের মতো শক্ত ও দুরূহ বিষয়ের সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত উপস্থাপন আমাকে মন্ত্র-মুগ্ধ করেছিল। আমার শিক্ষাগুরু ড. মীর রেজাউল করিম স্যারই ভাষার প্রতি আমার গোপন অনুরাগকে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই ছাত্রাবস্থাতেই মনে মনে পণ করেছিলাম যদি জীবনে কখনো গবেষণা করার সুযোগ আসে তবে তা ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ের ওপর এবং অবশ্যই রেজাউল করিম স্যারের কাছেই। পরবর্তীকালে গবেষণা করার জন্য কথ্যভাষা অধ্যয়ন শুরু করি। তারই সূত্র ধরে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য **বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের বাংলা কথ্যভাষা : ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা** বিষয় অবলম্বনে এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছি। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও জনতাত্ত্বিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Linguistics) ও সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics)-এর দৃষ্টিকোণ থেকে বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুর জেলার কথ্যভাষার একটি তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনায় প্রয়াসী হয়েছি। আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম রেজাউল করিম স্যারের কাছে আমাকে গবেষণা কার্যে সুযোগ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে আমার স্বপ্ন সফল করে তোলার জন্য।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয় ও সহ-তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের নির্দেশিত পথেই গবেষণা কার্য চালিয়েছি। ড. পবিত্র সরকার, ড. নির্মল দাশ, ড. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, ড. দীপককুমার রায়, ড. তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ ভাষাবিদ্ গবেষণা-পর্বে উপদেশ ও পরাশর্ম দানে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গবেষরা-পর্বে ভাষার নমুনা সংগ্রহে বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের সাধারণ কর্মব্যস্ত মানুষের যে আন্তরিক সহযোগিতা ও সাদর আতিথেয়তা লাভ করেছি তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে ইসলামপুর, কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়ামোড়, ডালখোলা ও বারসই -এর পথচলতি খেটে-খাওয়া মানুষের কৌতূহল ও বিপুল সহায়তা আমাকে বিস্মিত করেছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

ভাষাবিষয়ক গবেষণা কার্যে যে সমস্ত সুধীবর্গ আমাকে নানাভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আমার কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকেই আমার গবেষণার কাজকে সুসম্পন্ন করার জন্য নানাধরণের সুযোগ ও পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার গবেষণা পত্রের প্রস্তুত কারক 'বুবুনদা'র প্রতি রইল প্রাণভরা ভালোবাসা।

জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, উত্তর দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার, রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার, ইসলামপুর মহকুমা গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি পি.ডি. মহিলা মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ গ্রন্থাগার, রায়গঞ্জ কলেজ গ্রন্থাগার ইত্যাদি গ্রন্থাগারে আমার গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেছি, তাই গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপক্ষের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার বাবা-মা, দিদি, দাদা-বৌদি, স্ত্রী পরিবারের প্রত্যেকেই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন সময় গবেষণা সম্পর্কিত উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন স্তরের দাদা-দিদি, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোনেরা সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

বিহার সংলগ্ন উত্তর দিনাজপুরের বাংলা কথ্যভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা এই অভিসন্দর্ভের মধ্যদিয়ে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ, নিরলস ও কষ্টসাধ্য ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে কোনো ত্রুটি রাখিনি। তা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ও অনবধানবতঃ যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যায়, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।